গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ অধিশাখা
www.lgd.gov.bd

নং-৪৬.৪২.০০০০.০০০.০২০.০০৩.১৫.১৫৩৯

তারিখঃ ১ আষাঢ় ১৪২৩
১৫ জুন ২০১৬

বিষয় ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে জেলা পরিষদসমূহের রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা।

জেলা পরিষদসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেট নিম্নেবর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণয়নপূর্বক আগামী ২৫/৬/২০১৬ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বাজেট অনুমোদন ব্যতিরেকে বেতন-ভাতা ছাড়া অন্য কোনও খাতে অর্থ ব্যয় করা যাবেনা।

২। বাজেট প্রণয়নকালে জেলা পরিষদের সংস্থাপন ব্যয় ও কর আদায় বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য ধার্যকৃত ব্যয় ব্যতীত "জেলা পরিষদ আইন, ২০০০"-এর তফসিলের বর্ণিত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত ভাবে খাতওয়ারী বরাদ্দ রাখতে হবে ঃ

| ক্রঃনং | কার্যাবলী | শতকরা হার |
|---|---|---|
| ১. | বাধ্যতামূলক কার্যাবলী | ৪০% |
| ২. | ঐচ্ছিক কার্যাবলী ঃ | |
| | ক) শিক্ষা | ১৫% |
| | খ) সংস্কৃতি | ১০% |
| | গ) সমাজকল্যাণ | ১০% |
| | ঘ) অর্থনৈতিক কল্যাণ | ১০% |
| | ঙ) জনস্বাস্থ্য | ৫% |
| | চ) গনপূর্ত | ৫% |
| | ছ) সাধারণ | ৫% |
| | মোট= | ১০০% |

৩। বর্ণিত খাতসমূহের মধ্যে সংস্কৃতি খাত ব্যতীত অন্যান্য খাতের আওতায় জেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। সংস্কৃতি খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্প জেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে জেলা পরিষদসমূহ বিধি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবে।

৪। প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রেরিত অগ্রায়ন পত্রের সাথে জেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় সত্যায়িত ছায়ালিপি (সভায় উপস্থিত সদস্যদের হাজিরা বিবরণীসহ), প্রকল্প তালিকা (সফট কপিসহ) এবং প্রাক্কলন প্রেরণ করতে হবে।

৫। খন্ড খন্ড ভাবে প্রকল্প গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা যাবে না। প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশোধিত প্রাক্কলন প্রণয়নের প্রবনতা পরিহার করতে হবে।

৬। জেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ/নির্বাচনের পূর্বে মন্ত্রণালয় হতে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানানো হয় সে সকল প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ করার পর অবশিষ্ট অর্থে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৭। গরীব মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি, চিকিৎসা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে ব্যক্তি পর্যায়ে অনুদান জেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হতে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। উক্ত অনুদানের ক্ষেত্রে (রাজস্ব বাজেটে আর্থিক সংগতি থাকা সাপেক্ষে) সর্বোচ্চ বার্ষিক ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে। সকল চেক একাউন্ট পেয়ী হতে হবে। পেশাজীবী কল্যাণ সমিতি/অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

চলমান পাতা-২

৮। সাধারণ সংস্থাপন ব্যয়ের মধ্যে জেলা পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তান/পোষ্যদের শিক্ষা অনুদান খাতে অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে জেলা পরিষদে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তান/পোষ্যদের একজন করে বছরে একবার [বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীর জন্য ৮,০০০/- (আট হাজার), কলেজে অধ্যায়নরত ছাত্র/ছাত্রীর জন্য ৬,০০০/- (ছয় হাজার) এবং স্কুলে অধ্যায়নরত ছাত্র/ছাত্রীর জন্য ৪,০০০/-(চার হাজার)] জেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা অনুদান প্রদান করা যাবে।

৯। জেলা পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তান/পোষ্যদের চিকিৎসা অনুদান খাতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী গুরুতর অসুস্থ হলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা পত্রের উপর সিভিল সার্জনের প্রত্যয়ন এবং জেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। যেহেতু কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তার মাসিক বেতনের সাথে চিকিৎসা ভাতা পেয়ে থাকেন সেহেতু গুরুতর অসুস্থ না হলে সামগ্রীকভাবে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুকূলে চিকিৎসা অনুদান প্রদান নিরুৎসাহিত করতে হবে।

১০। নিজস্ব তহবিলের রিজার্ভ খাতের ব্যয় মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে নির্বাহ করতে হবে।

১১। জেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে গাড়ী, মটর সাইকেল ও যন্ত্রপাতি মেরামত করা যাবে। তবে বছরে ৫.০০ লক্ষ (পাঁচ লক্ষ) টাকার বেশী ব্যয়ের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে।

১২। মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালার আলোকে শুধুমাত্র সামাজিক/শিক্ষা/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংশিষ্ট প্রকল্পসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে। প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তবে কোন অবস্থাতেই মোট বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ৩৫ ভাগের বেশী অর্থ বরাদ্দ করা যাবে না। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি দ্বারা কোন অবস্থাতেই রাস্তাঘাট,ব্রীজ,কালভার্ট নির্মাণের মত কারিগরি প্রকল্প ও জেলা পরিষদ সংক্রান্ত (রং করণ/টাইলস/প্লাষ্টার/ইলেট্রিক/গ্যাস মেরামত/নির্মাণ/ সংস্কার ইত্যাদি) কাজ বাস্তবায়ন করা যাবে না।

১৩। জনসাধারণের ব্যবহার্য জনকল্যাণমূলক কাজে যথাযথ মিতব্যয়িতা অবলম্বনপূর্বক জেলা পরিষদের তহবিল খরচ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

১৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার লক্ষ্যে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের তালিকা ওয়েব সাইটে প্রকাশ এবং অফিস চত্বরে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। প্রকল্পসমূহ সমাপ্তির পর জনগণের অবগতির জন্য প্রকল্পস্থানে জেলা পরিষদ ''--------'' এর সৌজন্যে/বাস্তবায়িত কথাটি লিখে ফলক লাগাতে হবে।

১৫। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে ৩০ জুন এর মধ্যে প্রকল্প গ্রহণপূর্ব মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করতে হবে। ৩০ জুন এর পর কোন প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা যাবে না।

২৫/৬/১৬

(জুবাইদা নাসরীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫৬৮
Email-lgzp@lgd.gov.bd

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
৬১ জেলা পরিষদ (পার্বত্য ৩টি জেলা ব্যতীত)।

অনুলিপি ঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/ময়মনসিংহ।
২। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/ময়মনসিংহ।
৩। প্রশাসক, ৬১ জেলা পরিষদ (পার্বত্য ৩টি জেলা ব্যতীত)।
৪। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



CamScanner